বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প
পৌরসভা নেটওয়ার্ক কর্মশালা

এইচএলপি সম্পর্কে ঃ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৭ম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং পল্লী উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ, এবং বাস্তবসম্মত করার প্রয়াসে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও মেয়াদান্তে ঐ সকল প্রকল্পের ভালো শিখনসমূহ হারিয়ে যায়। একমাত্র পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী (এইচএলপি) এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ভালো শিখনগুলো **"নন্দিত অনুসন্ধান"** এর মাধ্যমে উপযুক্ততা অনুযায়ী নিজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে নিজ নিজ এলাকায় স্ব-উদ্যোগে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। ফলে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প একটি ফলাফল ভিত্তিক সমসাথী শিখন কার্যক্রম, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে এবং সুইজারল্যান্ড সরকার এর আর্থিক সহায়তায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশংসা করা **(Appreciation),** সংযোগ স্থাপন **(Connection)**, খাপ খাওয়ানো **(Adaptation)** এবং রূপায়ন **(Replication)** অর্থাৎ **(A CAR)** নীতি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভালো শিখনসমূহ রেকর্ডভুক্ত করে যা পরবর্তিতে নীতি নির্ধারকগণের সামনে উপস্থাপন করাসহ সংশ্লিষ্ট বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

ব্যতিক্রমধর্মী ও Innovative এ কার্যক্রমটি বাংলাদেশে ২০০৭ সালে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিশ্ব ব্যাংক এবং সুইজারল্যান্ড এর সহযোগিতায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহয়োগী সংস্থার সমন্বয়ে যাত্রা শুরু করে। উত্তরোত্তর এর সাফল্য দেখে **ভারত, ইরান, কম্বোডিয়া, ভুটান, নেপাল, ভিয়েতনাম, সুদান, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা, রুয়ান্ডা** ইত্যাদি দেশ থেকে পরস্পরিক শিখন কর্মসূচী (এইচএলপি) সম্পর্কে ধারনা গ্রহণ এবং পরিদর্শনে বিভিন্ন প্রতিনিধি নিয়মিত আগমন করছেন। সর্বশেষ গত ১৩-২০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে Kerala Institute of Local Administration (KILA) এর ১৪ জন সিনিয়র অনুষদ-সদস্য এইএচএলপি পরিদর্শন করেন এবং এনআইএলজিসহ মাঠপর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ইউনিয়ন পরিষদরে নিকট থেকে পূর্ণ ধারণা নিয়ে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে রূপায়ণ/বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।

এইচএলপি কার্যক্রমের পটভূমি ঃ

২০০৭ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার সমতুল্য অর্থ বিভিন্ন ইউনিয় পরিষদ তাদের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভালো শিখন কার্যক্রমে ব্যয় করেছে। এসকল ভালো শিখনের মধ্যে প্রায় ১৭৪টি ভালো শিখন বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে ২৪টি ভালো শিখন 'উত্তম চর্চা' হিসেবে সর্বাধিক স্থানে বাস্তবায়িত হয়েছে (ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে কোন একটি ভালো শিখন নূন্যতম ৫০ টি স্থানে পুন:বাস্তবায়ন/চর্চা করা হলে তাকে 'উত্তম চর্চা' বা Best Practice হিসেবে চিহ্নিত করা হয়)। এসকল ভালো শিখনগুলো থেকে প্রায় ২০ মিলিয়ন নাগরিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও এ ২৪টি উত্তম চর্চাগুলো নিয়ে জেলা পর্যায়ে থিমেটিক কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের নীতি নির্ধারক মহলে উপস্থাপন ও আলোচনা করা হলে এগুলোর মধ্য থেকে ৪টি সর্বত্তোম চর্চা-কে পরিপত্র হিসেবে জারী করা হয়। যেমন: ক) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি) খ) প্রতিবন্ধী বান্ধব ইউনিয়ন পরিষদ গ) প্রতিবন্ধী বান্ধব পৌরসভা এবং ঘ) আর্সেনিক দূরীকরণে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।

এইচএলপি কার্যক্রমটি গতানুগতিক প্রকল্পের থেকে ব্যতিক্রধর্মী এবং অভিনব একটি প্রক্রিয়া। কারণ, এ কার্যক্রমটি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী থেকে ভালো শিখন/উদাহরণগুলো চিহ্নিত করে প্রকল্প সমাপ্তির পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে ভালো শিখন/উদাহরণগুলো বাস্তবায়ন করতে খরচ ও

সময় কম লাগে এবং স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ও তাদের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ, জাইকা-জিওবি প্রকল্প যশোরের ২টি উপজেলায় ২ বছরে ৫২০০টি নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা করে। এ ভালো শিখনটি এইচএলপি'র মাধ্যমে চিহ্নিত হয়। প্রকল্পটি সমাপ্তির পরবর্তী ২ বছরে ৫৪টি ইউপি নিজ প্রচেষ্টায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৮৫,০০০টি নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে যা এলজিডি ও বিভিন্ন দাতাসংস্থা দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এসকল কারণেই এ কার্যক্রমকে ব্যতিক্রমধর্মী ও Innovative বলা হয়েছে।

বিগত দিনে বাস্তবায়িত পারস্পরিক শিখন কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল 'নন্দিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সমসাথী শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা'। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা তাদের কর্ম এলাকার সবচেয়ে এগিয়ে থাকা উপজেলাকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদের ভালো শিখন চিহ্নিতকরণ এবং ডকুমেন্টেশনের কাজটি সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রম নির্দিষ্ট সংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে তাদের সমসাথীদের নিকট থেকে (অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদ) ভালো শিখন সম্পর্কে শেখা এবং ঘনিষ্ট সহযোগীতার মাধ্যমে নিজ এলাকায় রূপায়ন/বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদগুলো নিজেদের ভালো শিখনসমূহ সূচকসহ চিহ্নিত করে যা সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ যাচাই করে থাকে; অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদ তাদের এলাকা এবং জনগণের চাহিদাকে বিশ্লেষণ করত: উপযুক্ত ভালো শিখনগুলো পরিদর্শন করে। পরবর্তীতে বাছাইকৃত ভাল শিখনগুলো নিজ নিজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এলাকায় (ইউনিয়ন/পৌরসভা) নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটে অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে বাস্তবে রুপায়ন করে যা অত্যন্ত উৎসাহ ব্যাঞ্জক। এভাবে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য নাগরিক সেবা সম্পর্কিত ভালো শিখনসমূহ রেকর্ডভুক্ত হয়।

বাংলাদেশে পরস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প ঃ

- **মূল উদ্দেশ্য:**

পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ফলাফল ভিত্তিক সমসাথী শিখন কার্যক্রম। এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো শিখনসমূহ প্রাতিষ্ঠানীকীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলা, যাতে নিজেদের মধ্যে ভালো শিখনসমূহ চিহ্নিত, বিনিময় এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

- **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:**

১) এইচএলপি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এনআইএলজি'র সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ভালো শিখনগুলো চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/পরিপত্র/নীতমালা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২) সার্বিকভাবে এইচএলপি কার্যক্রমের মূল্যায়ণ এবং মান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

৩) প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ন্যাশনাল বেসিক ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এর পুণঃপর্যালোচনা এবং আপডেট করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যা পরবর্তিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ: অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. (৪ বছর)

কর্মপরিকল্পনা: ৩৯টি জেলার আওতায় ২০৪টি উপজেলাস্থ মোট ১৫০টি পৌরসভা এবং ১৯৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদে পরস্পরিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে (সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী)।

প্রকল্পর এলাকা (সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী):

রংপুর বিভাগ : রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও গাইবান্ধা।

রাজশাহী বিভাগ : পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

সিলেট বিভাগ : মৌলভিবাজার ও সুনামগঞ্জ।

চট্টগ্রাম বিভাগ : বি.বাড়িয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার।

ঢাকা বিভাগ : ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল।

খুলনা বিভাগ : খুলনা, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, বাগেরহাট, যশোর ও মাগুরা।

উরিশাল বিভাগ : বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা।

ময়মনসিংহ বিভাগ : ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর।

প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসমূহ:

(১) ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স,
(২) হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন বাংলাদেশ,
(৩) প্রিপ ট্রাস্ট,
(৪) সুশীলন এবং
(৫) ওয়াটার এইড বাংলাদেশ ও ওয়াটার এইড এর ১৩টি সহায়ক সংস্থা:

(ক) সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট-সিডিডি, (খ) গ্রীণহিল, ঢাকা আহ্সানিয়া মিশন, (গ) এসকেএস ফাউন্ডেশন, (ঘ) রূপান্তর, (ঙ) সাজেদা ফাউন্ডেশন, (চ) দাসকোহ, (ছ) ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, (জ) ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্স-আইডিইএ, (ঝ) নাবলক পরিষদ, (ঞ) বাসা, (ট) ভার্ক, (ঠ) এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক, (ড) মাহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সোসাইটি)।

পৌরসভা নেটওয়ার্ক কর্মশালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

- পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী এবং এর ধাপসমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণকে সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান;
- বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে ধারনা প্রদান;
- পৌরসভায় চলমান ভালো শিখনগুলো চিহ্নিত করা;
- ভোটিং এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের জন্য বাস্তবায়নের সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা, অর্থের উৎস, পরিধি ও বাস্তবায়ন/রূপায়ণের ব্যপকতা বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভালো শিখনের তালিকা প্রণয়ন;
- সমসাথীদের সাথে ভালো শিখনগুলো সূচকসহ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা;
- ভালো শিখনগুলোর তথ্যপত্র প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশের সময়সীমা নির্ধারণ;
- পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি সভায় নেটওয়ার্ক কর্মশালা এবং ভালো শিখনগুলো নিয়ে আলোচনা;
- নিজ নিজ পৌরসভায় ভালো শিখনগুলো উপস্থাপন, ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ ও প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সকল নেটওয়ার্ক কর্মশালা সমাপ্তির পর জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ;

পৌরসভা নেটওয়ার্ক কর্মশালার কাঙ্খিত ফলাফল ঃ

প্রতিটি পৌরসভা থেকে বাস্তবায়নের সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা, অর্থের উৎস, পরিধি ও বাস্তবায়ন/রূপায়ণের ব্যপকতা বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভালো শিখন চুড়ান্তকরণ। নির্বাচিত ভালো শিখনগুলোর সারমর্ম এক পাতা প্রস্তুতকরণ। পরবর্তী করণীয় নির্ধারণসহ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনে প্রস্তুতিগ্রহণ।

ভালো শিখন নির্বাচনে সূচকসমূহ ঃ

- ✓ প্রকৃত এবং নতুনত্ব;
- ✓ সরকারি/বেসরকারি অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগ;
- ✓ নৈমিত্তিক কার্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য;
- ✓ সামাজিক স্বীকৃতি/গ্রহণযোগ্যতা;
- ✓ প্রমাণক সম্বলিত (অনুশীলনগুলো সঠিক তথ্য এবং উপাত্ত নির্ভর);
- ✓ জনকল্যাণমূলক;
- ✓ ফলাফল ভিত্তিক;
- ✓ নিজস্ব অর্থায়নে রূপায়ণযোগ্য;
- ✓ টেকসই;
- ✓ ভাল শিখন হল (একটি বা উভয়টির সমন্বয়)
  - ○ কর্ম ভিত্তিক
  - ○ পদ্ধতিগত
- ✓ পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং রূপায়নযোগ্য;
- ✓ পরিমাপযোগ্য;
- ✓ প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত;
- ✓ প্রতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাব্যতা;
- ✓ ভবিষ্যতে উন্নয়নযোগ্য।

নেটওয়ার্ক কর্মশালায় অনুসরণীয় নীতিমালা ঃ

- নন্দিত অনুসন্ধান নীতি মেনে চলা;
- নেতিবাচক বাক্য এবং ধারনা পরিহার করা;
- ভালো শ্রোতা হওয়া;
- খোলা মনে অংশগ্রহন করা;
- পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
- প্রয়োজনে পরস্পরকে সহায়তা করা;
- ভবিষ্যত কার্যক্রমে সহায়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।